https://www.al-feqh.com/bn

হাদীসের প্রমাণ হলো এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আমল।

সালাতুল খাওফ আদায় পদ্ধতি

খাওফ বা ভয়ের কারণে নামাজের রাকাত সংখ্যা কমে যাবে না। অতএব যদি মুকীম ব্যক্তি সালাতুল খাওফ আদায় করে তবে পরিপূর্ণরূপেই আদায় করতে হবে। আর যদি মুসাফির ব্যক্তি তা আদায় করে তাহলে কসর করে আদায় করতে হবে। তবে সালাতুল খাওফ আদায়ের ধরন-ধারণে বিভিন্নতা রয়েছে যার সবগুলোই জায়েয।

যে ধরনের ভয়ের কারণে সালাতুল খাওফ আদায় করা বৈধ তার দুটি অবস্থা রয়েছে:

প্রথম অবস্থা: শত্রুর আক্রমণের ভয়

এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত যেকোনো পদ্ধতিতে তা আদায় করা যাবে, যার মধ্যে সবথেকে প্রসিদ্ধ হলো সাহল ইবনে আবি খাসআমার বর্ণিত পদ্ধতি। আর তা হলো এই: ইমাম মুক্তাদীদেরকে দু দলে বিভক্ত করবে। একদল শত্রুদের প্রতি নজর রাখবে। অন্যদল ইমামের সাথে এক রাকাত আদায় করবে। ইমাম যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে তখন ইমামের ইকতিদা ছেড়ে দেবে এবং অবশিষ্ট নামাজ নিজেরা আদায় করে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করে দেবে। এরপর তারা শত্রুর প্রতি নজরদারির জন্য চলে যাবে। এবার দ্বিতীয় দলটি আসবে এবং ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। ইমাম যখন তাশাহহুদ পড়তে বসবে তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং নিজেদের অবশিষ্ট নামাজ আদায় করে নেবে। এ অবস্থায় ইমাম তাদের অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর তারা যখন বসবে এবং তাশাহহুদ পড়ে নেবে তখন ইমাম তাদেরকে নিয়ে একসাথে সালাম ফেরাবে।

এটা হলো মুকীম অবস্থায় ফজর এবং সফর অবস্থায় সালাতুল খাওফের পদ্ধতি। কিন্তু যদি মুকীম অবস্থা হয় অথবা মাগরিবের নামাজ আদায় করা হয়, «তাহলে প্রথম দলকে নিয়ে ইমাম দু রাকাত নামাজ আদায় করবে। এরপর তারা ইমামের ইকতিদা ছেড়ে দিয়ে বাকি নামাজ নিজেরা আদায় করে নেবে। এরা চলে গেলে দ্বিতীয় দলটি আসবে ও অবশিষ্ট নামাজে ইমামের ইকতিদা করবে। ইমাম যখন শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়তে বসবে তখন তারা ইমামকে ছেড়ে দিয়ে বাকি নামাজ পূর্ণ করে নেবে। আর ইমাম তাদের অপেক্ষায় থাকবে। তারা যখন শেষ বৈঠকে বসবে এবং তাশাহহুদ পড়ে নেবে» ইমাম তখন তাদেরকে নিয়ে সালাম ফেরাবে। (বর্ণনায় বুখারী)

দ্বিতীয় অবস্থা হলো: এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া যে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এ রূপ পরিস্থিতিতে হাঁটা অবস্থায় বা আরোহনরত অবস্থায় নামাজ আদায় করা শুদ্ধ। সম্ভব হলে কিবলামুখী হবে। আর সম্ভব না হলে কিবলামুখী না হলেও চলবে। ইবনে উমর রাযি. বলেছেন,«যদি ভয় এর থেকেও বেড়ে যেত, তারা তখন দাঁড়িয়ে হাঁটা অবস্থায় অথবা আরোহনরত অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে বা না হয়ে নামাজ আদায় করতেন।» (বর্ণনায় বুখারী) এ অবস্থায় ইশারা দিয়ে রুকু ও সিজদা করবে। অতএব হাঁটা অবস্থায়, অথবা যুদ্ধবিমানে আরোহিত অবস্থায় অথবা ট্যাংকের উপরে যে হালতে আছে সে হালতেই নামাজ পড়বে। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿إِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾

{কিন্তু যদি তোমরা ভয় কর, তবে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে (আদায় করে নাও)।}

[সূরা আল বাকারা:২৩৯]

বিমানে নামাজ

পানির জাহাজে নামাজ

ট্যাংকের ওপর নামাজ

শরীয়তের সহজতা

ইসলামি শরীয়তের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সহজতা, সাবলীলতা ও সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার অপসারণ। কষ্টদুর্ভোগ সহজতা নিয়ে আসে, ইসলামী শরীয়তের এটি একটি সাধারণ ব্যাকরণ।

https://www.al-feqh.com/bn